২৭ ব্যতিক্রমধর্মী শিশু
Exceptional Children

বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, আচরণগত প্রভৃতি দিক থেকে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় সেইসব ব্যক্তিকেই স্বাভাবিক বা normal বলা হয়। আর যেসব ব্যক্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির তাদেরই বলা হয় ব্যতিক্রমী। যেসব শিশুর আচরণ স্বাভাবিক গড় মানের থেকে অনেকটা উপরে বা নীচে তাদেরই ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বলা হয়। ব্যতিক্রমধর্মী শিশু সাধারণ স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে, এছাড়া সংবেদন ক্ষমতায় (sensory abilities), কথা বলা ও ভাববিনিময় বৈশিষ্ট্যে (communication abilities), আচরণগত ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশের (behaviour and emotional development) দিক থেকে ভিন্ন। ফলে তাদের নিজস্ব দক্ষতার বিকাশের জন্য, চারিপাশের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সহায়তা করার জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এইসব শিশুদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাকেই বিশেষ শিক্ষা (Special Education) বলা হয়। বিংশ শতাব্দীতে ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষ শিক্ষা নামে আখ্যায়িত করা হয়। বিশেষ শিক্ষার কাজ হল অধিকাংশ গড় শিশুদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ব্যতিক্রমী শিশু কাদের বলা হবে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ

"The term exceptional children refers to those children who deviate from the normal in physical, mental, emotional or social characteristics to such a degree that they require special social and educational services to develop their maximum capacity." (Telford and Sawrey, 1977)

(ব্যতিক্রমী শিশু বলতে বোঝায় সেইসব শিশু যারা দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বাভাবিক শিশুদের থেকে এতটাই বিচ্যুত যে তাদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ বিকাশের জন্য বিশেষ সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিচর্যার প্রয়োজন।)

"An exceptional child is he who deviates from the normal or average child in mental, physical and social characteristics to such an extent that he requires a modification of school practices or special

educational services in order to develop to this maximum capacity, or supplementary instruction." (Kirk, 1984)

(একজন ব্যতিক্রমী শিশু হল যে স্বাভাবিক বা গড় শিশুর থেকে মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এতটাই বেশি বিচ্যুত যে তার প্রয়োজন পরিবর্তিত বিদ্যালয়ের অনুশীলন অথবা বিশেষ শিক্ষার পরিষেবা বা বাড়তি নির্দেশনা যাতে তার সর্বোচ্চ সামর্থ্যের বিকাশ হতে পারে।)

ব্যতিক্রমী শিশু (Exceptional children)

১. বুদ্ধিদীপ্ত (gifted), মেধাবী (talented) এবং সৃজনশীল শিশু।

২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, শ্রুতি প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশু। দৈহিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশু। যেমন, অস্থি বিকলাঙ্গতা বা অস্থিজনিত অক্ষমতা। পোলিও রোগ অস্থিজনিত অক্ষমতার অন্তর্গত। এছাড়া আছে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত (cerebral palsy) হাঁপানি, ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত শিশু।

৩. মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিকভাবে ব্যাহত (mentally retarded) শিশু।

৪. প্রাক্ষোভিক দিক থেকে প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। যেমন, কিশোর অপরাধী।

৫. শিখন অক্ষমতা (learning disabled)—এটির অন্তর্গত হল ভাষার অক্ষমতা (language disability), পঠন অক্ষমতা (dyslexia), লিখন অক্ষমতা (dysgraphia), গণিত অক্ষমতা (dyscalculia)।

৬. অটিজ্‌ম (Autism)—এটি এমন একটি অক্ষমতা যার ফলে ভাববিনিময়ের ক্ষমতা, সেটি ভাষাগত ও ভাষাবিহীন যাইহোক না কেন, সামাজিক আদানপ্রদানকে ব্যাহত করে।

বুদ্ধিদীপ্ত বা মেধাবী শিশু (Gifted children)

মনোবিজ্ঞানী Terman (১৯২৫) বলেছেন যেসব শিশু আদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষায় শতকরা ২% সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক অর্জন করে তাদের মেধাবী বলেছেন। আবার মনোবিজ্ঞানী Witty (১৯৪০) বলেছেন "তারাই বুদ্ধিদীপ্ত শিশু যাদের কাজকর্ম যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ।"

বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যেমন—

১. বুদ্ধিদীপ্ত বা মেধাবী শিশুরা অবশ্যই ব্যতিক্রমী শিশু।।

২. সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এরা নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো ক্ষমতায় অনেক বেশি উন্নত।

মেধাবী ছাত্রদের চিহ্নিতকরণ (Identification of Gifted children)

মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ শিক্ষা প্রবর্তনের আগে দরকার জনগণের মধ্যে থেকে এদেরকে বেছে নেওয়া। এদের চিহ্নিতকরণের সময় শিক্ষাসংক্রান্ত মেধা এবং অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতার মেধা উভয়দিকই বিবেচনা করতে হবে। পূর্বে বুদ্ধ্যঙ্কের ভিত্তিকেই এদের চিহ্নিতকরণ করা হত। এক্ষেত্রেও অবশ্য ১২৫ বুদ্ধ্যঙ্ককে প্রথমে মাপকাঠি রাখা হয়েছিল পরে ১৩৫ বা ১৪০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্বলিত ছাত্রদেরকে মেধাবী বা বুদ্ধিদীপ্ত বা Gifted বলা হতে লাগল।

মনোবিজ্ঞানী Detlaan এবং Kough শিক্ষা বিষয়ে যারা মেধাবী তাদের চিহ্নিতকরণের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা দিয়েছেন—

১. দ্রুত ও সহজে শেখে।

২. উপস্থিত বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞানকে বেশি ব্যবহার করে।

৩. বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে। স্পষ্ট চিন্তা করতে পারে, যে কোনো ক্ষেত্রে সম্পর্ক বুঝতে পারে, অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।
৪. বারবার মুখস্থ না করেও কী শুনছে বা কী পড়ছে তা দীর্ঘক্ষণ মনে রাখতে পারে।
৫. অনেক বেশি জানে যা সাধারণ ছাত্ররা জানে না।
৬. শব্দ ভাণ্ডারটি বিরাট বড়ো এবং শব্দগুলি সহজে, ঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে পারে।
৭. একই শ্রেণীর সহপাঠীদের থেকে এগিয়ে পরের ক্লাসের বই পাঠ করে ফেলতে পারে।
৮. কঠিন মানসিক কাজও করে ফেলতে পারে।
৯. নানা বিষয়ে আগ্রহ থাকে এবং নানা ধরনের প্রশ্ন করে।
১০. শ্রেণীর অন্যান্য সহপাঠী অপেক্ষা এগিয়ে অগ্রবর্তী শ্রেণীর শিক্ষা সংক্রান্ত কাজও করে ফেলতে পারে।
১১. মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়, উন্নত এবং অপ্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে।
১২. সব ব্যাপারে সজাগ, গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা রাখে।

বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের চিহ্নিতকরণ করা যায় না। এই ধরনের ছাত্রদের বিশেষ মেধার ক্ষেত্রটি চিহ্নিতকরণের জন্য সতর্ক পর্যবেক্ষণ দরকার। প্রবণতার অভীক্ষা (Aptitude test), আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Inventory), অ্যানেকডোটাল রেকর্ড, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধবের মতামত প্রভৃতি থেকে বিশেষ মেধার ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করতে হয়। শিক্ষার্থীর নিজের সম্বন্ধে নিজের বিশ্লেষণমূলক মনোভাবও এই ধরনের চিহ্নিতকরণে সাহায্য করে। এছাড়া তাদের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিমাপনের মাধ্যমেও (ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা, সোসিওমেট্রিক পদ্ধতি) বিশেষ মেধাসম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিতকরণ করা যায়।

মেধাবী শিশুদের শিক্ষা (The Education of the Gifted children)

মেধাবী শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্য হল তাদের প্রকৃত এবং সম্ভাবনাময় ক্ষমতার পরিপূর্ণ উৎকর্ষসাধন। অধ্যাপক Gallagher মেধাবী শিশুদের শিক্ষার উদ্দেশ্যকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যার প্রথমটি হচ্ছে বিভিন্ন জ্ঞানের কাঠামো আয়ত্তীকরণ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আবিষ্কারমূলক দক্ষতা অর্জন। আবিষ্কারমূলক দক্ষতা বলতে